রামকৃষ্ণায়ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার

স্বামী চেতনানন্দ

সাংবাদিক : মহাশয়, গত ১ মে ২০২২ রবিবার আমি বেলুড় মঠে গিছলাম রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে-মিটিং হল তার সংবাদ সংগ্রহ করতে। সেখানে বিরাট সুসজ্জিত মঞ্চ থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট মহারাজ, জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ ও অন্যান্য জ্ঞানীগুণী মহারাজরা রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ও কার্য নিয়ে সুন্দর সব ভাষণ দিলেন। তারপর মঠের বুক শপ থেকে 'রামকৃষ্ণ মিশন অধিবেশনের ইতিবৃত্ত' কিনলাম। বিভিন্ন সাধুর বিভিন্ন উক্তি শুনে আমি একটু confused হয়ে গেছি। আপনি যদি দয়া করে বলেন—আপনার 'মিশন'টি কী—তাহলে আমি আমার পাঠকদের জানাতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ : দেখো সাংবাদিক, তুমি আমার মিশন জানতে চাইছ। খুব ভাল কথা। তবে একটা প্রবলেম আছে 'আমার' শব্দটা নিয়ে। 'আমার' থেকে 'আ' অক্ষরটি আমি চিরদিনের মতো মুছে দিয়েছি। তাই সব 'মা-র' হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে তাই 'আমি' শব্দটা ব্যবহার করছি। সত্যি বলতে কী, 'আমি' শব্দটাও ব্যবহার করতে পারি না। কথাপ্রসঙ্গে বলি 'এর', 'এখানকার'। এইভাবে নিজেকে নির্দেশ করি। দেখো, তোমাদের রোমাঁ্যা রোল্যাঁ লিখেছে "Ramakrishna's 'I' died forever." তাই ভক্তদের বলি—আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।

সাংবাদিক : মহাশয়, আপনার এই উঁচু আধ্যাত্মিক বিষয় আমার মাথায় ঢোকে না। আমি পত্রিকাতে রসালো ও সেনসেশনাল সংবাদাদি লিখে জীবিকা অর্জন করি। দয়া করে আমাকে সোজা কথায় বলুন—আপনার মিশনটি কী?

শ্রীরামকৃষ্ণ : তুমি দেখছি আমাকে মুশকিলে ফেললে। গত ১ মে তুমি সব সাধুদের মুখে যা শুনেছ—সেসব একসঙ্গে করলে যা হবে তা-ই আমার মিশন।

সাংবাদিক : মহাশয়, আপনার মিশন একমাত্র

আপনিই জানেন। ওইসব সন্ন্যাসীদের আমি অবমাননা করছি না। তাঁরা বই পড়ে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ধারণার উপর ভিত্তি করে আপনার মিশন ব্যাখ্যা করেছেন। দেখুন, আমি কলেজের প্রফেসরের মুখে শুনেছিলাম—শংকরাচার্যের দর্শন একমাত্র তিনিই জানেন। অন্যান্য টীকাকাররা তাঁদের বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : দেখো সাংবাদিক, তোমাকে মনের কথা খুলে বলি। মানুষের জীবনটাকে আমি তন্ন তন্ন করে পাঠ করেছি। দর্শন ও সাইকোলজি পড়িনি, স্কুলের বই পড়িনি। দক্ষিণেশ্বরে নিজেই একটা স্পিরিচুয়াল ল্যাব খুললুম। শুরু করলুম স্পিরিচুয়াল অ্যাডভেঞ্চার। দেখলুম তিনটি বাসনা মানুষকে বেঁধেছে—কামিনী, কাঞ্চন ও নামযশ। ওই তিনটির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জগন্মাতার দর্শন পেলুম। তারপর বিভিন্ন গুরু দক্ষিণেশ্বরে এসে আমাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেন। এভাবে তেইশ-চব্বিশ বছর কেটে গেল। অবশেষে মা জগদম্বা আমাকে যন্ত্র করে লোকশিক্ষা দিতে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে আমার কোনও মিশন নেই—সবই মায়ের মিশন।

সাংবাদিক : দেখুন, আমি আপনার ভক্তদের কাছে শুনেছি যে, আপনার ইচ্ছা ও জগন্মাতার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে। আপনার শিষ্য সারদানন্দ আপনার জীবনী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও ভক্ত শ্রীম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' আপনার বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। আপনার দিব্য জীবন ও অমর বাণীর মূল বিষয়টা কী—সেটি আমাদের বলুন। তাতেই আমাদের কাছে প্রকাশ পাবে আপনার মিশন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : দেখো সাংবাদিক, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-উদ্যানে গঙ্গাতীরে দীর্ঘকাল সাধনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি অনন্ত-অসীম-অব্যয় তত্ত্বের সঙ্গে ঐক্যবোধ করে জেনেছি—অনন্ত পথ, অনন্ত মত, অনন্ত ভাব। মানুষ এ-পৃথিবীতে শান্তি, মুক্তি ও আনন্দ—যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না—খুঁজে বেড়াচ্ছে। তা সান্তের মধ্যে চিরস্থায়ী-ভাবে পাওয়া যায় না; একমাত্র ভূমা বা অনন্তের মধ্যে রয়েছে শাশ্বত সুখ, শান্তি ও আনন্দ। ওই জন্য আমি বারবার বলেছি ''মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।'' তুমি এই কথাটা নোট করে নাও—এটাই আমার নম্বর ওয়ান মিশন। এ-জগতে দুঃখকষ্ট, শোক-ব্যাধিতে নিষ্পিষ্ট মানুষদের মনকে ভগবন্মুখী করাই আমার মেন মিশন।

সাংবাদিক : মহাশয়, আজ থেকে ১২৫ বছর আগে আপনার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ১ মে ১৮৯৭ সালে কলকাতায় 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। 'রামকৃষ্ণ মিশন অধিবেশনের ইতিবৃত্ত' বইখানিতে দেখলুম বিবেকানন্দ আপনার মিশনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন : ''মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই প্রচারের (মিশনের) উদ্দেশ্য।''

মহাশয়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ও খ্রিস্টান মিশনারিরাও তো 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জনহিতকর কার্য করে চলেছেন। তাঁদের সঙ্গে আপনার মিশনের পার্থক্য কী?

শ্রীরামকৃষ্ণ : তুমি পার্থক্য জানতে চাও? বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্ম হল মিশনারি রিলিজিয়ন। তারা জনহিতকর কার্যের দ্বারা মানুষদের নিজেদের ধর্মে ধর্মান্তরিত (convert) করে। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের

সেবাধর্মও দয়া বা করুণামূলক। আমি বাপু ওর মধ্যে নেই। আমি নিজ জীবনে বিভিন্ন ধর্ম প্র্যাকটিস করে অনুভব করেছি—যত মত তত পথ। ধর্ম নিয়ে মারামারি কাটাকাটি কোরো না।

দ্বিতীয় পার্থক্য—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। সেবা সব ধর্মেই অল্পবিস্তর আছে। খ্রিস্টধর্মে মানুষকে তো পাপী বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে তো ঈশ্বরই নেই। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে ঈশ্বরপদে বসিয়েছে। বৌদ্ধরা বলে—ভাল হও, ভাল কাজ করে মনে করো—আমি তোমার ভাল করলাম। তুমি লাভবান হলে। এতে আমার কী লাভ হল? দেখো সাংবাদিক, এর উত্তর রয়েছে আমাদের অদ্বৈত বেদান্তে। মানুষকে ভগবানবুদ্ধিতে সেবা করলে আমাদের আত্মবুদ্ধি জাগ্রত হয়। একই আত্মা সর্বজীবে বিরাজিত। তাই মানুষ অপরকে সেবা করে নিজেই লাভবান হয়।

১৮৮৪ সালে আমি দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। একদিন আমার ঘরে বৈষ্ণবধর্মের সাধনা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। চৈতন্যদেবের এই উপদেশটি শুনলাম : ''জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন। ইহা বিনা ধর্ম নাই শুন সনাতন।'' ওই 'জীবে দয়া' কথাটি আমার মনঃপূত হয়নি। ক্ষুদ্র জীব মানুষকে দয়া করবে কীভাবে? আমি অর্ধবাহ্যদশায় বললুম—জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

নরেন্দ্র আমার ওই কথায় নতুন আলো পেল। সে সবাইকে বলল—শিবজ্ঞানে জীবসেবাই প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তপ্রয়োগের অদ্ভুত নিদর্শন। এই তত্ত্বটি পরবর্তী কালে সে রামকৃষ্ণ মিশনে প্রয়োগ করেছে।

সাংবাদিক : মহাশয়, বেদান্ত আমি পড়িনি। লোকের মুখে শুনেছি—বেদান্ত বড় কঠিন ও শুষ্ক দর্শন। ও বুঝতে গেলে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, বৌদ্ধ, চার্বাক প্রভৃতি পড়তে হবে। আমার অত সময় নেই। আপনি যদি দু-চার কথায় আপনার ওই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র রহস্যটি বলেন—তা আমি পাঠকদের জানিয়ে দেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ : আমিও বাপু ওসব ফ্যালাজফি পড়িনি। তবে সাধনার দ্বারা বেদান্তের সারমর্ম—একাত্মানুভূতি—অনুভব করেছি। প্রত্যেক জীবের মধ্যে ব্রহ্ম বা ভগবান আছেন তা আমি দেখেছি। এবং সেই অনুভূতি থেকে জেনেছি প্রত্যেক মানুষই ভগবান। এই মানুষ-ভগবানের সেবা এবং প্রকৃত ভগবানের সেবা এক। আমার এই দর্শনকে ভিত্তি করে নরেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম প্রচার করেছে।

তোমাকে একটা গল্প বলি : এক ষড়দর্শনের পণ্ডিত রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মযজ্ঞ দেখে দিশেহারা হয়ে যায়। তার মতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা বিরজা হোম করে—'ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-কে সম্যকরূপে নিঃশেষে ত্যাগ করেছি' বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও নানাবিধ সামাজিক কর্মে আত্মনিয়োগ করে থাকেন—এর কী তাৎপর্য? সন্ন্যাসীর আবার কর্ম কেন?

এই সন্দেহটি ভঞ্জন করবার জন্য ওই বর্ষীয়ান দার্শনিক-প্রবর হৃষীকেশে তপস্যারত মিশনের এক প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসীর কাছে যায়। উভয়েই বেদান্তের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম' এবং 'তত্ত্বমসি—তুমি ব্রহ্ম' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—আমি ও তুমি এক। উভয়েই ব্রহ্ম।

তখন মিশনের সাধুটি পণ্ডিতজীকে বলে, ''দেখুন, আমি যদি পীড়িত হয়ে পড়ি, তাহলে কি আর ব্রহ্ম থাকব না? তখন আমাকে যদি আপনি একটু জল দেন বা বাতাস করেন—সেটা কি ব্রহ্মেরই সেবা হবে না? না কি, পীড়িত ব্রহ্মকে সেবা করলে, কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে আপনি রুগ্ন আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবেন! শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই

শিক্ষাই দিয়েছেন—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। তাঁর মুখোচ্চারিত মহাবাক্য—যত্র জীব তত্র শিব।" এতেই ওই পণ্ডিতের জীবন পালটে যায়। সে বৃদ্ধ বয়সে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়ে কাশীবাসী হয়।

সাংবাদিক : ধন্যবাদ, পরমহংস মহাশয়! সত্যি, আপনার কথার শক্তি ও প্রভাব অনস্বীকার্য। এইজন্য আপনি খুব পপুলার। যাক, আবার মিশনের কথায় ফেরা যাক। আপনার শিষ্যেরাই আপনার মিশনের ধারক, বাহক, প্রচারক। তাঁদের জীবন ও কার্যাবলি দেখলে মনে হয় আপনার মিশন বিভিন্নমুখী। এঁরা কি সবাই আপনার মিশন প্রচার করেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ : হ্যাঁ। আমি তো প্রথমেই তোমাকে বলেছি—আমার অনন্ত ভাব। আমার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) সারা বিশ্বে আমার জীবন-দর্শন-বাণী প্রচার করেছে এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। আমার মানসপুত্র রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) ছিল আধ্যাত্মিক ডাইনামো। সে তার দিব্য জীবন দিয়ে মানুষের মনকে ঈশ্বরমুখী করে দিয়েছে। শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) পূজার্চনা ও ভাবভক্তি প্রচার করেছে। হরি (তুরীয়ানন্দ) ত্যাগতপস্যার দ্বারা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। শরৎ (সারদানন্দ) ছিল স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগী। সম্পদে-বিপদে সর্বাবস্থায় মাথা ঠান্ডা রেখে কীভাবে কাজ করতে হয়—তা দেখিয়েছে এবং আমার জীবনী লীলাপ্রসঙ্গ লিখেছে। বাবুরাম (প্রেমানন্দ) মানুষকে কীভাবে ভালবাসা ও সেবার দ্বারা আপন করা যায় তার নমুনা দেখিয়েছে। গঙ্গাধরই (অখণ্ডানন্দ) প্রথম মুর্শিদাবাদে সেবাব্রত খুলল। সেই দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে অনাহারে রোগক্লিষ্ট দুঃস্থ গরিবদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে দেখাল রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নূতন অধ্যায়।

দেখো সাংবাদিক, আগে লোকে মনে করত লেখাপড়া ও শাস্ত্রজ্ঞান না থাকলে প্রচার করা যায় না। আমার প্রিয় সেবক নিরক্ষর লাটুর (অদ্ভুতানন্দ) মুখ দিয়ে ফুলঝুরির মতো বেদবেদান্তের বাণী বের হত এবং মানুষ অবাক হয়ে শুনত। কালী (অভেদানন্দ) অনেক শাস্ত্র পড়েছে। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সে আমারই ভাব প্রচার করেছে। তোমাকে আর কত বলব আমার শিষ্যদের কীর্তিকথা। অন্যান্য শিষ্যেরাও দেহমনপ্রাণ দিয়ে আমারই মিশন বিভিন্নভাবে দেখিয়ে গেছে।

শুধু কি তাই! বিদ্যাসাগরের স্কুলের মহিন্দর মাস্টার আমার কথা ডায়েরিতে লিখে রাখত। তা থেকে আমার 'কথামৃত' রচনা করেছে—যা এখন 'গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। নোটো গিরিশ আমার কথা ও ভাব নিয়ে নাটক লিখে থিয়েটারে অভিনয় করত। ডাক্তার রাম দত্ত আমাকে তো অবতার বানিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রচার শুরু করল।

সাংবাদিক, নিজের মিশনের কথা বলতে লজ্জা করে। লোকে মনে করবে আমি অহংকারী—নিজেকে প্রচার করছি।

সাংবাদিক : আমি খুব খুশি। আপনি নিজমুখে আপনার মিশনের দিগ্‌দির্শন করালেন। আমার অনেক পাঠক জানে যে আপনি পরমহংস—সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আপনি লোকমান্যিকে ঝাঁটা মেরে বিদায় করেছেন। আমার আর একটি ছোট প্রশ্ন : আমরা দেখি আপনার নামে বিভিন্ন বিদ্যার প্রতিষ্ঠান—স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, সেবাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল, প্রকাশন বিভাগ, রিলিফ সংস্থা, কালচার ইনস্টিটিউট, মন্দিরে পূজাদি, উত্তরকাশী ও হৃষীকেশে তপস্যাকুটির—এসব কি আপনার মিশন?

শ্রীরামকৃষ্ণ : হ্যাঁ—সবকিছুই আমার মিশন।

সাংবাদিক, তুমি কাশীতে দেখেছ—এদিকে অদ্বৈত আশ্রমের মন্দিরে পূজাদি হচ্ছে ও সাধুরা ধ্যানজপ করছে, আবার অন্যদিকে সেবাশ্রমে সাধুরা রোগীদের ঔষধপথ্য দিয়ে সেবা করছে—উভয়ই আমার মিশন।

আজকাল বহু শিক্ষিত ছেলে ও মেয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনে যোগদান করছে। এসব ত্যাগবৈরাগ্যসম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমেয়েরা আমার মিশনের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করে এগিয়ে এসেছে—এটা বড়ই আনন্দের কথা। এরাই সমাজের কল্যাণ করবে এবং মানুষের মনে শান্তি ও আনন্দ দেবে। এরা যখন সন্ন্যাস নেবে, তখন এই সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করবে—''আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ (নিজের মুক্তি ও জগতের হিতসাধনের জন্য) বিরজাহোমমহং করিষ্যে।''

সাংবাদিক : ধন্যবাদ। তাহলে এই সাধু সংকল্পই দেখছি আপনার মূল মিশন। নানারকম প্রশ্ন করে আপনাকে বিরক্ত করেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমার শেষ প্রশ্নটি খুব ছোট : গত ১২৫ বছর রামকৃষ্ণ মিশন ছয় মহাদেশে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে আপনার ভাবাদর্শ বহন করে চলেছে—এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : দেখো—ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টি। রামকৃষ্ণ মিশন একটি সঙ্ঘ—যা বহু ব্যষ্টি বা একক সন্ন্যাসীর দ্বারা সংগঠিত। আদর্শের প্রতি তাঁদের প্রেম, আনুগত্য ও আত্মত্যাগ এই সঙ্ঘের প্রাণশক্তি। আমার কাছে সব খবর আসে। সেদিন শুনলাম—বম্বের একটি বড় সংস্থার প্রধান তাঁর মেম্বারদের বললেন যে রামকৃষ্ণ মিশন বেশ স্বচ্ছন্দে চলে। আমরা ওদের নিয়মাবলি অনুসরণ করব। রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রাচীন বিদগ্ধ সাধু তার উত্তরে বললেন, এই মিশন নিয়মাবলির দ্বারা চলে না—কিছু চরিত্রবান আদর্শপ্রেমিক ব্যক্তির আত্মত্যাগের দ্বারা স্বচ্ছন্দে চলে।

দেখো সাংবাদিক, আমি মন্দিরে বসে সব সাধুভক্তদের কথাবার্তা শুনি। সেদিন এক প্রাচীন সাধু ব্রহ্মচারীদের বললেন, ''তোমরা মন দিয়ে শোনো—আগে রামকৃষ্ণ পরে মিশন। ঠাকুর নিজে বলেছেন—আগে ঈশ্বর, পরে জগৎ। রামকৃষ্ণ খুঁটি ধরে ঘুরলে পড়বে না, নতুবা মাথা ঘুরে মাটিতে পড়বে।''

এই কয়েক বছর আগে এক বিদেশাগত সাধু মঠের এক প্রাচীন সাধুকে মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ''দেখো, ঐশ্বর্য সর্বনাশ ডেকে আনে। তোমাদের যদি ত্যাগতপস্যা না থাকে, তোমরা ডুববে। জেনে রেখো—এ-সঙ্ঘ ঠাকুরের। এই সঙ্ঘের সেবা ও ঠাকুরের সেবা এক—স্বামীজী একথা বলেছেন।''

রামকৃষ্ণ মিশনের ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন যাতে ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে সে-বিষয়ে প্রবীণ সাধুরা নবীন সাধুদের এভাবে স্মরণ করিয়ে দেন।

দেখো সাংবাদিক, তুমি মিশনের ভবিষ্যতের কথা বলছ। আর বেশি কথা বাড়াব না। তুমি জান—ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। ইতিহাস কখনও সমান্তরালভাবে চলে না—সে উন্নতি ও অবনতির মধ্য দিয়ে তরঙ্গাকারে চলে। যে-কোনও রাজ্য, সম্প্রদায় বা মনুষ্যজীবন—এর সাক্ষী। স্বীকৃতি, সুখ, সম্পদ, সম্মান, তুষ্টি প্রভৃতি সংগ্রামকে শিথিল করে দেয়। সংগ্রামই জীবন। রামকৃষ্ণ মিশন যতদিন ত্যাগ-তপস্যা-পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতার সঙ্গে মিশনের লক্ষ্যে পৌঁছবার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে ততদিন কেউ এর অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারবে না।

আজ এই পর্যন্ত। ধন্যবাদ।